আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ফেনী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ২৫ অক্টোবর, ২০২০ বুলেটিন নং ১৯২	২৫ অক্টোবর হতে ২৯ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (২১ অক্টোবর হতে ২৪ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২১ অক্টোবর	২২ অক্টোবর	২৩ অক্টোবর	২৪ অক্টোবর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	২.০	৯৫.০	৬০.০	০.০	০.০-৯৫.০ (১৫৭.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.০	২৬.২	২৫.৮	২৯.০	২৫.৮-৩৩.০
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.০	২৫.০	২২.৭	২৪.০	২২.৭-২৬.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬০.০-৯৬.০	৮৯.০-৯৬.০	৮৫.০-৯৭.০	৭২.০-৯৬.০	৬০-৯৭
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	৫.৬	৫.৬	১.৯	১.৮৫-৫.৫৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৭	৮	৮	৮	৭-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
২৫ অক্টোবর হতে ২৯ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৪.২ (৫.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৮.৮-৩১.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২১.৪-২৩.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৫.০-১০০.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৭-২.৫
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রার্দুভাব নিয়ন্ত্রণে কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বিশেষ পরামর্শ: পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষিকাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ব (পরস্পরের মধ্যে কমপক্ষে ৩ফুট দূরত্ব) বজায় রাখুন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাসে সকলে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা গুলো অনুসরণ করুন।

মুখ্য আবহাওয়া পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস

গাজীপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি আরও দুর্বল ও গুরুত্বহীন হয়ে নিম্নচাপ হিসেবে অবস্থান করছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উত্তরপশ্চিমাংশ থেকে বিদায় নিয়েছে এবং দেশের অবশিস্টাংশ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য আবহাওয়াগত পরিস্থিতি অনুকূলে আসছে। মৌসুমীবায়ু বাংলাদেশের অবশিস্টাংশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই। দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।

আমন ধান:

কাইচথোড় থেকে শক্তদানা গঠন পর্যায়:

- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে তা নিষ্কাশন করুন। জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ধানে বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। লক্ষণ দেখা দিলে পরিষ্কার আবহাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস না থাকলে ১২৫ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড/হেক্টর প্রয়োগ করুন।
- এসময় ধান গাছে হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে ১.৪ কেজি কার্টাপ অথবা ৭৫ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম+ ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল প্রয়োগ করুন।
- গান্ধীপোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি হেক্টর জমিতে ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোকার্ব /এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।
- পাতামোড়ানো পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে প্রতি হেক্টর জমিতে ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোকার্ব /এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ধানে খোলপোড়া রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণে ফলিকুর/নেটিভো/স্কোর অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুকনো পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- ধানে ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। থোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৫কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

সবজি:

- **বেগুন:** বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবলমাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিস্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।

  লাউ জাতীয় সবজি: মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

  পাউডারী মিলডিউ দেখা দিলে হেক্সাকোনাজল অথবা মেনকোজেব অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- কলা গাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫মিলি স্কোর অথবা ২গ্রাম নোইন বা ব্যাভিষ্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল /ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

গবাদি পশু:

- খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঝুঁকি এড়াতে গবাদী পশুকে ননফডার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন।
- গাভীর ওলানের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হোন।
- রোগ প্রতিরোধে সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- গোয়াল ঘর শুকনো ও পরিষ্কার রাখুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- হাসঁ-মুরগীকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- হাঁসমুরগীর খামার শুকনো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য:

- পুকুরের অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যালসিয়াম কার্বনেট অথবা চুন প্রয়োগ করুন।
- যেকোন প্রয়োজনে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।